অকালবোধন

শ্রমের নিবিড় নীচে জেগে আছে বিরল প্রতিমা
হয়তো সে চরাচর পুরোনো ছবির মতো নয়
হয়তো সেখানে আর অন্ধ ঘণ্টা-ধ্বনি নেই
তবু সে ঘুমের মাঝে রোজ পাশ ফেরে, জল খায়

আরও যা কোমল ছিল — গতজন্মের মতো স্থির
যা ছিল অপাপবেঁধা, হাতে হাতে হয়েছে মলিন
তারও তো হাতের পরে রাখা ছিল ঘন ইতিহাস
নেমে যে নিয়েছে মেনে, সেই সোনা, আখর সমান

অঞ্জলি দেওয়া বাকি, সোনার আখর ভেসে যায়...

ডাক

উষার বিষাদ কালে তুমি এসে দাঁড়ালে চঞ্চল
হৃদি যে যমুনানিধি, তারই অবশেষ ভস্ম জানি
কার নিঃসীমে পাতো সঙ্গোপন মনোহারি ঠাঁই
সেই কথা লিখে রাখে দূরাগত বসন্ত বঙ্কল

নিঝুম দুয়ারে বাঁধা যজ্ঞভূমে বিজিত ঘোটক
সময় শকটে শুধু তাহারেই নামে মাত্র ডাকি

এসো হে উড়াল, ডাকো, বসে আছি নিবিড় একাকী